Great Ormond Street Hospital for Children
NHS Foundation Trust

এই তথ্যের কাগজটি গত ১০ই জুন ২০২০ তারিখে সকাল ৯টার সময় সাম্প্রতিক করা হয়েছে

কোভিড-১৯-এর (COVID-19-এর) জন্য পরীক্ষা করা – পরিবারদের জন্য তথ্য

করোনাভাইরাস (COVID-19) সমেত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ভাইরাসের জন্য নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল এ্যাস্পিরেট (NPA) পরীক্ষা ও সোয়াবের পরীক্ষা ব্যবহার করা যেতে পারে। পরীক্ষা করার সময়, গলার পেছনের দিক থেকে শ্লেষ্মার নমুনা সংগ্রহ করা হয়, এবং তারপরে, সেটা আমাদের গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে, যাতে শনাক্ত করা যায় যে কোন বিশেষ ভাইরাস এই ইন্‌ফেক্‌শনটা ঘটাচ্ছে। গ্রেট অর্‌মন্ড স্ট্রীট হাসপাতালের (GOSH-এর) এই তথ্যের কাগজটিতে বুঝিয়ে বলা হয়েছে যে কখন এই পরীক্ষাগুলি ব্যবহার করা হবে এবং আপনি বা আপনার বাচ্চার যখন এটা করা হবে তখন আপনারা কি আশা করতে পারেন।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সংশ্লিষ্ট অসুখ কোন ভাইরাসের কারণে হতে পারে। এই ভাইরাস হচ্ছে একটা জীবাণু যেটা কাশি বা হাঁচির মাধ্যমে তরল পদার্থের সূক্ষ্ম কণা হিসাবে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং বেশ তাড়াতাড়ি মাটিতে বা অন্য জিনিষের বহির্ভাগে পড়ে। এতে, নাক দিয়ে জল পড়া, গলায় ব্যথা এবং শিঃশ্বাস প্রশ্বাসে শব্দ হওয়ার মত লক্ষণ ঘটাতে পারে। এই লক্ষণগুলি কোন্ ভাইরাস ঘটাচ্ছে তা শনাক্ত করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল শ্লেষ্মার নমুনা পরীক্ষা করে দেখা। শ্লেষ্মা হচ্ছে যে আস্তরণটা নাকের ভেতরে থাকে এবং ধূলা ও তার সাথে জীবাণুগুলির মত জিনিষকে আটকিয়ে দেয়।

কাদের পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে?

এই মুহূর্তে, এই বিশ্ব জোড়া করোনাভাইরাস মহামারীর সময়ে, গ্রেট অর্‌মন্ড স্ট্রীট হাসপাতালে, আমরা সচরাচরের তুলনায় আরও বেশী সংখ্যক নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল এ্যাস্পিরেট পরীক্ষা ও সোয়াবের পরীক্ষা করছি।

বর্তমানে, গ্রেট অর্‌মন্ড স্ট্রীট হাসপাতালে এক রাত অথবা আরও বেশীদিন থাকার জন্য যারা ভর্তি হবে অথবা যারা কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেমন যে প্রক্রিয়ায় এ্যানাস্থেশিয়া ব্যবহার করা হবে, সেই সব শিশু ও অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, তা তাদের করোনাভাইরাসের কোন লক্ষণ দেখা যাক বা নাই যাক। তাদের বাবা/মা অথবা কেয়ারার, যারা তাদের সাথে আসবেন তাদেরও হয়ত পরীক্ষা করার দরকার হবে। যেসব বাবা/মা অথবা কেয়ারারের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাদের গ্রেট অর্‌মন্ড স্ট্রীট হাসপাতালে আসা উচিত নয়।

এটা হচ্ছে জাতীয় নির্দেশ অনুযায়ী – এই নির্দেশের যদি কোন পরিবর্তন হয়, তাহলে আমরা এই তথ্য সাম্প্রতিক করব।

এই পরীক্ষায় কি করা হবে?

একজন ডাক্তার বা নার্স এই শ্লেষ্মার নমুনা সংগ্রহ করবে। তাদের গ্লাভস, একটা এপ্রন, একটা মাস্ক এবং একটা ভাইজর পরা থাকবে – এগুলি হচ্ছে সকলকে নিরাপদ রাখার জন্য। দু'টি উপায়ে আমরা শ্লেষ্মার একটা নমুনা সংগ্রহ করি।

নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল এ্যাস্পিরেট পরীক্ষা

একটা চুষে নেওয়ার যন্ত্রের সাথে লাগানো একটা ক্যাথিটার (একটা সরু, প্ল্যাস্টিকের নল) ব্যবহার করে একজন ডাক্তার বা নার্স শ্লেষ্মার নমুনা সংগ্রহ করবে। এটা শ্লেষ্মার নমুনা চুষে নিয়ে তা একটা নমুনার পাত্রে রাখবে।

প্রথমে, তারা এই চুষে নেওয়ার যন্ত্রে একটা নতুন ক্যাথিটার লাগাবে এবং সেটিংগুলি পরীক্ষা করে দেখবে। এই ক্যাথিটারের একটা ডগা একটা নমুনার পাত্রের মধ্যে সীল করা থাকবে। অন্য একটা ক্যাথিটার এই নমুনার পাত্রের ঢাক্‌নার থেকে বেরিয়ে আসবে। এর মানে হচ্ছে যে

এই শ্লেষ্মার ছিটেফোঁটা কোথাও না পড়তে দিয়ে, নিরাপদে এই শ্লেষ্মা সংগ্রহ করা যাবে।

এই ডাক্তার বা নার্স খুব সযত্নে নাকের একটা ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে সেটা নাকের মধ্য দিয়ে পেছন দিকে গলার ওপরের অংশে নিয়ে যাবে – গলার এই অংশটাকে নেজোফ্যারিনক্স বলা হয়। এই চোষার যন্ত্র শ্লেষ্মার একটা নমুনা এই নমুনার পাত্রে চুষে নেবে – আমাদের গবেষণাগারের খুব বেশী পরিমাণ দরকার হয় না। এই ডাক্তার বা নার্স আস্তে আস্তে নাকের মধ্য দিয়ে ক্যাথিটাররা টেনে বের করে নেবে এবং এই পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

এটা জেনে রাখা ভাল যে রোগীদের নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল এ্যাস্পিরেট পরীক্ষা করতে চাওয়া হয়, এবং এটাই হচ্ছে একমাত্র পরীক্ষা যেটা দুই বছরের কম বয়সীদের জন্য উপযুক্ত।

সোয়াবের (Swab-এর) পরীক্ষা

বাবা, মা ও কেয়ারারদের সোয়াবের পরীক্ষা করতে চাওয়া হবে। রোগীদেরও সোয়াবের পরীক্ষা করা যাবে, যদি তাদের বয়স দুই বছরের বেশী হয় এবং তারা যদি সেটা বেশী পছন্দ করে।

দু'টি সোয়াব ব্যবহার করে এই ডাক্তার বা নার্স শ্লেষ্মার নমুনা সংগ্রহ করবে। এই সোয়াবগুলি হচ্ছে লম্বা কটন বাড্সের মত।

প্রথমে, তারা প্রথম নমুনাটা সংগ্রহ করার জন্য সোয়াবটা আপনার নাকের ভেতরে ঘষবে। আপনার নাকের ওপরের দিকের থেকে তাদের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে, কাজেই এটা একটু অস্বস্তিকর হতে পারে। তারপরে, তারা আপনাকে আপনার মুখ খুলে রাখতে বলবে, যাতে দ্বিতীয় নমুনা সংগ্রহ করার জন্য আপনার গলার পেছনের দিকে তারা একটা দ্বিতীয় সোয়াব ঘষতে পারে - আমাদের গবেষণাগারের খুব বেশী পরিমাণ দরকার হয় না।

প্রতিটি নমুনা নেওয়ার ঠিক পরেই, এই সোয়াবগুলি একটা জীবাণুমুক্ত পাত্রে রাখা হবে। যাতে এই এই শ্লেষ্মা মজুত রাখা যায় এবং কোথাও কোন ছিটেফোঁটা না ফেলে সেটা নিরাপদে স্থানান্তরিত করা যায়। এই পরীক্ষাটা এখন সম্পূর্ণ।

আমাদের একজন পোর্টার এই নমুনার পাত্র অথবা সোয়াবের পাত্রটা আমাদের গবেষনাগারে নিয়ে যাবে। সেখানে একজন বৈজ্ঞানিক এটাকে ভাইরাসের জন্য পরীক্ষা করে দেখবেন।

এর কি কোন ঝুঁকি আছে?

শ্লেষ্মার নমুনা সংগ্রহ করার সময় ভাইরাসের কণা হাওয়ায় ভেসে যেতে পারে, সেইজন্য নিজেদের সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে, আমাদের কর্মচারীরা সম্পূর্ণ সুরক্ষা দেওয়ার মত জিনিষপত্র পরে – গ্লাভ্স, এপ্রন, মাস্ক ও ভাইজর। নমুনা সংগ্রহ করার পরে, নমুনার পাত্রটা 'বন্ধ' করে দেওয়া হয়, কাজেই ভাইরাসের (যদি থেকে থাকে) বেরিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ থাকে না।

একটা নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল এ্যাস্পিরেট বা সোয়াবের পরীক্ষায় হয়ত সুড়সুড়ি লাগতে পারে, কিন্তু এতে ব্যথা লাগার সম্ভাবনা থাকে না। এতে আপনার হাঁচি বা কাশি হতে পারে, কিন্তু সেটা মাত্র কয়েক সেকেন্ড থাকবে।

ফলাফল পাওয়া

আমাদের গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকরা, যত তাড়াতাড়ি তারা করতে পারে তত তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করে দেখবে যে ভাইরাস রয়েছে কিনা। সাধারণতঃ এর জন্য ৪৮ ঘন্টা সময় লাগে।

যখন তারা ফলাফল জানতে পারবে, তখন সেটা আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের রেকর্ডের সাথে তারা যোগ করে দেবে, যাতে আপনার ডাক্তার সে বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলতে পারে। আপনার সন্তানের এই ভাইরাস আছে কিনা এবং কোন পরিকল্পিত চিকিৎসার জন্য সেটার মানে কি হতে পারে তা তারা আপনাকে জানাবে।

আপনি যদি আপনার সন্তানের সাথে থাকেন এবং এই পরীক্ষায় দেখা যায় যে আপনার এই ভাইরাস আছে, তাহলে আপনি কোন লক্ষণ প্রদর্শন না করলেও, আমরা আপনাকে বাড়িতে ফিরে যেতে বলব এবং ৭ দিন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে বলব। যদি সম্ভব হয়, তাহলে অন্য একজন বাবা/ মা অথবা কেয়ারারের আপনার কাছ থেকে দায়িত্ব সরিয়ে নিয়ে আপনার বদলে আপনার সন্তানের সাথে গ্রেট অর্মন্ড স্ট্রীট হাসপাতালে থাকা উচিত।

আপনি অথবা আপনার সন্তানের যদি কোভিড-১৯ হয়েছে বলে দেখা যায়, তাহলে আমরা নিশ্চিত করব যে আপনার সন্তান যেন তার প্রয়োজনীয় সেবা ও শুশ্রুষা পায়। এই পরীক্ষা করানোর ব্যাপারে আপনার যদি কোন চিন্তা থাকে, তাহলে দয়া করে ক্লিনিকাল টীমের সাথে কথা বলবেন।

আরও তথ্য ও সহায়তা

এই পরীক্ষার সম্বন্ধে এবং অথবা আপনার ও আপনার সন্তানের জন্য এই পরীক্ষার ফলাফলের মানে কি হবে সে বিষয়ে আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে আপনার ডাক্তার বা নার্সের সাথে কথা বলবেন।

করোনাভাইরাসের জন্য একটা নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল এ্যাস্‌পিরেট (NPA) পরীক্ষা করা

	আপনার যদি হাসপাতালে রাত্রিবাস করার দরকার হয়, তাহলে আপনার কিছু পরীক্ষা করা হবে।
	আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে আপনার করোনাভাইরাস নামের নতুন অসুখটা হয়েছে কিনা। যারাই রাত্রিবাস করবে, তাদের সকলকেই এই পরীক্ষা করা হবে।
	এই পরীক্ষা করার জন্য, সকলকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে, ডাক্তার ও নার্স অতিরিক্ত জিনিষপত্র পরবে।
	তাদের হাত নিরাপদ রাখার জন্য তারা গ্লাভ্‌স (দস্তানা) পরবে।
	তাদের জামাকাপড় নিরাপদ রাখার জন্য তারা প্ল্যাস্টিকের এপ্রন পরবে।
	তাদের মুখ ঢেকে রাখার জন্য তারা একটা মাস্ক এবং একটা ভাইজর পরবে।
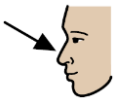	এই পরীক্ষাটিকে নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল এ্যাস্‌পিরেট অথবা এন্‌পিএ (NPA) বলা হয়। এতে আপনার নাকের ভেতর থেকে অল্প একটু শ্লেষ্মা নেওয়া হয়।
	শ্লেষা হচ্ছে সেই চট্‌চটে জিনিষটা, যা হাঁচি দেওয়ার সময় আপনার নাকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।
	ডাক্তার বা নার্স আপনার নাকের ফুটোয় একটা ছোট নল ঢুকিয়ে দেবে। এতে হয়ত অস্বস্তি বোধ হতে পারে অথবা এর জন্য হয়ত আপনার হাঁচি আসতে পারে।
	তারা এই ছোট নলটা একটা চুষে নেওয়ার মেশিনের সাথে লাগিয়ে দেবে। এতে হয়ত বেশ শব্দ হতে পারে। এটা একটা পাত্রের মধ্যে এটা কিছুটা শ্লেষ্মা চুষে নিয়ে রাখবে।

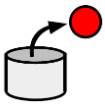	এই ডাক্তার বা নার্স আপনার নাকের ভেতর থেকে এই ছোট নলটা বার করে নেবে।
	পরীক্ষা করে দেখার জন্য তারা সেই পাত্রের শ্লেষ্মাটা গবেষণাগারে পাঠিয়ে দেবে।
	আপনি যদি চিন্তিত থাকেন অথবা এই পরীক্ষার বিষয়ে কারুর সাথে কথা বলতে চান, তাহলে আপনার মা, বাবা অথবা কেয়ারারের সাথে কথা বলতে পারেন। তাছাড়াও, আপনার ডাক্তার বা নার্স আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।
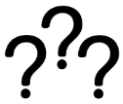	তোমার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে দয়া করে আমাদের জিজ্ঞাসা কর।

করোনাভাইরাসের জন্য একটা সোয়াব (swab) পরীক্ষা করা

	আপনার যদি হাসপাতালে রাত্রিবাস করার দরকার হয়, তাহলে আপনার কিছু পরীক্ষা করা হবে।
	আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে আপনার করোনাভাইরাস নামের নতুন অসুখটা হয়েছে কিনা। যারাই রাত্রিবাস করবে, তাদের সকলকেই এই পরীক্ষা করা হবে।
	এই পরীক্ষা করার জন্য, সকলকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে, ডাক্তার ও নার্স অতিরিক্ত জিনিষপত্র পরবে।
	তাদের হাত নিরাপদ রাখার জন্য তারা গ্লাভ্স (দস্তানা) পরবে।
	তাদের জামাকাপড় নিরাপদ রাখার জন্য তারা প্ল্যাস্টিকের এপ্রন পরবে।
	তাদের মুখ ঢেকে রাখার জন্য তারা একটা মাস্ক এবং একটা ভাইজর পরবে।

	একটা সোয়াব হচ্ছে একটা কটন বাডের মত। আমাদের ২টি সোয়াব নেওয়ার দরকার হবে।
	আপনার নাকের মধ্যে আমরা একটা কটন বাড দিয়ে সুড়সুড়ি দেব এবং সেটাকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য এক জায়গায় ধরে রাখব। এটা হয়ত একটু অদ্ভুত লাগতে পারে।
	আর একটা কটন বাড দিয়ে আপনার গলার ভেতরের পেছন দিকে সুড়সুড়ি দেব। সাহায্য করার জন্য আপনার মুখ বড় করে খুলে রাখতে হবে।
	এই সোয়াবগুলি হয়ত একটু অস্বস্তিকর লাগতে পারে এবং এর জন্য আপনার হাঁচি আসতে বা কাশি হতে পারে।
	নিরাপদ রাখার জন্য, এই ডাক্তার বা নার্স সেই কটন বাড্‌গুলি একটা পাত্রে রেখে দেবে।
	পরীক্ষা করে দেখার জন্য তারা এই সোয়াবগুলি গবেষণাগারে পাঠিয়ে দেবে। এই পরীক্ষার ফল ফিরে আসতে কয়েকদিন সময় লাগতে পারে।
	আপনি যদি চিন্তিত থাকেন অথবা এই পরীক্ষার বিষয়ে কারুর সাথে কথা বলতে চান, তাহলে আপনার সন্তানের ডাক্তার বা নার্সের সাথে আপনি কথা বলতে পারবেন।
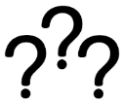	আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে দয়া করে আমাদের জিজ্ঞাসা করবেন।